দর্শনায় বন্য খরগোশ শিকার, ৪ জনকে ১০ দিনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বন্য খরগোশ শিকার ও হত্যার দায়ে ৪ জনকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার সাধুহাটি গ্রামের মনোরঞ্জন বিশ্বাসের ছেলে উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস, একই উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামের মৃত তোয়াজ আলীর ছেলে সাদগার আলী, সাধুমণ্ডলের ছেলে শুকুমার মণ্ডল এবং মোহন কুমার বিশ্বাসের ছেলে সুধাংশু কুমার বিশ্বাস।

অভিযানকালে ১১টি বন্য খরগোশ উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ৫টি জীবিত এবং ৬টি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম। জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড নেচার ইনিশিয়েটিভের সভাপতি ও বড় সলুয়া নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজের প্রাণিবিদ্যার প্রভাষক আহসান হাবীব শিপলুর কাছে খবর আসে যে, তিতুদহ ইউনিয়নের দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির মাঠে ১৬ সদস্যের একটি শিকারি দল বন্য খরগোশ শিকার করছে।

খবর পেয়ে সংগঠনের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টির সত্যতা পান এবং তাৎক্ষণিকভাবে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বন কর্মকর্তা আবুল খায়ের আতা এলাহীকে অবহিত করেন। এ সময় তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে অধিকাংশ শিকারি পালিয়ে গেলেও ৪ জনকে আটক করা হয়।

পরে বন বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী শিকারের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রত্যেককে ১০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করে। জীবিত উদ্ধার হওয়া ৫টি খরগোশকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে প্রাকৃতিক আবাসস্থলে অবমুক্ত করা হয়।

এ সময় তিতুদহ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড নেচার ইনিশিয়েটিভের সভাপতি বলেন, বন্যপ্রাণী

হত্যা, ক্রয়-বিক্রয়, পাচার বা আটক করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কেরু অ্যান্ড কোম্পানির মাঠে বন্য খরগোশের উপস্থিতি এ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের সংগঠন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে এ ধরনের অপরাধ অনেকাংশে কমে আসবে।

এ সময় সংগঠনের সদস্য হাসানুজ্জামান রিগান, বায়জিদ, রিয়াজ উদ্দীন, সাহাবুলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

মেহেরপুরে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ, দুই যুবক আটক

মেহেরপুরে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে এক কলেজ ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

গত বুধবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মাঠে এ নৃশংস ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আরেক অভিযুক্ত এখনও পলাতক রয়েছে।

আটকরা হলেন— মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের আফতাব আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম এবং জুমাত আলীর ছেলে রাকিবুল ইসলাম। পলাতক অভিযুক্ত মিনারুল একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, ঘটনার রাতেই ভুক্তভোগী কলেজছাত্রী নিজে বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছেন। পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ও রাকিবুলকে আটক করে। আজ শুক্রবার তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, গত বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ওই ছাত্রী তার প্রেমিকের সঙ্গে

মোটরসাইকেলযোগে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে বের হন। সন্ধ্যার পর তারা রাজাপুর গ্রামের মাঠের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তিন যুবক তাদের গতিরোধ করে। একপর্যায়ে প্রেমিকের গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে পাশের ইউপি সদস্য চঞ্চলের ভাটার পেছনের আমবাগানে নিয়ে যায় তারা। সেখানে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে দু’জনকে বিবস্ত্র করে ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

চাপে পড়ে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে তাদের কাছে রেখে টাকা আনতে মেহেরপুর শহরের দিকে চলে যান। টাকা নিয়ে ফিরে এসে তিনি দেখতে পান প্রেমিকা কান্নাকাটি করছেন। পরে ছাত্রী জানান, তিন যুবক তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে। এরপর প্রেমিক স্থানীয় লোকজনকে খবর দিলে তারা এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি (অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম বলেন, “ভুক্তভোগী নিজে বাদী হয়ে মামলা করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পলাতক আসামিকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। ভুক্তভোগীর মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় চাঁদাবাজি ও হুমকির শিকার ব্যবসায়ীর সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় কুবীর কসাই গংয়ের হুমকি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আলমডাঙ্গার ছত্রপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মিজানুর রহমান বলেন, তিনি দীর্ঘ বছর সৌদি আরব প্রবাসী ছিলেন। বিদেশ যাওয়ার আগে থেকেই তিনি বাড়ির পাশে একটি মুদি দোকান দিয়ে ব্যবসা করতেন। সৌদি আরব যাওয়ার পরও

তার দোকান পরিবারের লোকজন চালু রেখেছিলেন। কয়েক মাস আগে তিনি বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আবারও ব্যবসা শুরু করেন।

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে কুবীর কসাই গং তাকে বিভিন্ন সময় হুমকি ধামকি দিচ্ছিল। গত ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি তার দোকানে বসে ছিলেন। এসময় কুবীর কসাই, শামীম, ডাবলু, লাল্টু, মিন্টু ও হান্নানসহ বেশ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে মুখ বেধে টর্চ লাইটের আলো জ্বালিয়ে তার দোকানে প্রবেশ করে। তারা ৫ লাখ টাকা চাঁদাদাবী করে এবং না দিলে জীবন নাশের হুমকি দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়েছে, জীবন বাঁচাতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। বাকি টাকার জন্য তারা ১৫ দিনের সময় দেয়। টাকা দিতে না পারায় তিনি বর্তমানে তার দোকানে বসতে পারছেন না। মিজানুর রহমান ও তার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছেন। এ বিষয়ে তিনি আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এবং আদালতে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এমতাবস্থায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন মিজানুর রহমান।

মহেশপুরে ৪ বছরের শিশু ধর্ষণের শিকার

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার আদমপুর গ্রামের আবাসন প্রকল্পে চার বছরের এক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ওই ঘটনায় স্থানীয়রা অভিযুক্ত কিশোর রাকিব হোসেন (১৬) নামের এক কিশোরকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই শিশুটি তার বন্ধুদের সাথে খেলছিল। এসময় একই এলাকার বাবু হোসেনের ছেলে রাকিব হোসেন শিশুটিকে চকলেট খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে বাড়ির

পাশের একটি ভুট্টা ক্ষেতে নিয়ে যায়। সেখানেই সে শিশুটিকে ধর্ষণ করে।

ধর্ষণের পর শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে আসলে। তার পরনের পোশাকে রক্তের দাগ দেখে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি বুঝতে পারেন। সেসময় পরিবারের লোকজন দ্রুত তাকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে। বর্তমানে শিশুটি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে।

এ ঘটনার পর স্থানীয় জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং অভিযুক্ত রাকিবকে ধরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।

মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস আজ শুক্রবার সকালে জানান, স্থানীয় জনতা অভিযুক্ত রাকিবকে ধরে আমাদের সদস্যদের হাতে সোপর্দ করেছে। তবে এই ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান আছে এবং শিশুটির মেডিকেল পরীক্ষার পর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাগুরায় ধর্ষণের শিকার সেই শিশু মারা গেছে

মাগুরায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে ধর্ষণের শিকার ৮ বছর বয়সি সেই শিশুটি মারা গেছে। মাগুরার সেই শিশুটিকে বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে।

ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক কর্নেল নাজমুল হামিদ গণমাধ্যমকে তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কর্নেল নাজমুল হামিদ বলেন, আজ সকালবেলা দুই দফায় শিশুটির কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। সিপিআর দেওয়ার পর তার হৃৎস্পন্দন ফিরে আসে। কিন্তু বেলা ১২টায় তার আবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। এই

দফায় সিপিআর দেওয়ার পরও তার হৃৎস্পন্দন আর ফিরে আসেনি। দুপুর ১টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ শিশুটিকে সংকটাপন্ন অবস্থায় ঢাকা সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হয়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শিশুটির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে এবং যেকোনো প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। শিশুটির বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

সূত্র: যুগান্তর

স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার আঁখির মানবেতর জীবন

স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে ছেলে সন্তানদের নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন আঁখি খাতুন (২৫)। দিনের পর দিন সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। বর্তমানে দুই সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে আঁখি।

আঁখি গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত আসলাম আলীর মেয়ে। ২০১৭ সালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা শাহপুর গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে আয়নাল হকের সাথে পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয়। কিন্ত তার বৈবাহিক জীবনটা সুখের হয়নি। সংসারে আদরের পরিবর্তে পেয়েছে স্বামীর নিষ্ঠুর নির্যাতন।

আঁখি খাতুনের পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে যৌতুকের দাবীতে আঁখিকে নির্যাতন করে আসছে। সেই সাথে স্বামী পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে দুই সন্তানের জন্ম দেয় আঁখি। বড় ছেলে তৌফিক (৫) ও ছোট ছেলে তাওহীদ (৬ মাস)। ২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর আঁখি যখন ৫ মাসের গর্ভবতি তখন তার স্বামী আঁখিকে

যৌতুকের দাবীতে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করে। পরে তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাসের শর্তে আঁখি আবারো যায় স্বামীর বাড়ি। কিন্তু যৌতুক লোভী স্বামী আয়নাল কয়েক দিন বাদে আবারো নির্যাতন শুরু করে। ২০২২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আবারো মারধর শুরু করে। আঁখির আত্ম চিৎকারে প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। নির্যাতনের যথার্থ বিচার পেতে আঁখি আবারো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মেহেরপুর আদালতে মামলা দায়ের করে।

এদিকে আয়নাল তার পরকীয়া প্রেমিকার সাথে দ্বিতীয় বিবাহ করে। আঁখির অভিযোগ এ ঘটনায় সহযোগীতা করেছে আয়নালের বড় ভাই আশাদুল হক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য হাসমত আলী।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে দায়েরকৃত মামলায় আয়নাল হক গত ১১ সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করলে আদালত আয়নালকে জেল হাজতে প্রেরণ করে। দুই সন্তান নিয়ে আঁখি এখন তার মায়ের বাড়িতে মানবেতর জীবন যাপন করছে। নারী ও যৌতুক লোভী আয়নাল ও তার সহযোগীদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবী জানিয়েছে আঁখি ও তার পরিবারের লোকজন।

এ বিষয়ে আয়নালের বড় ভাই আশাদুল পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, আঁখি খাতুন একজন বদ মেজাজী মেয়ে। এক সন্তান হওয়ার পর তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যায়। বাচ্চাটির কথা চিন্তা করে আবারও তারা সংসার পাতে। কয়েক মাস ভাল থাকার পরে আবারও সমস্যা শুরু হয়।

সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় ইউপি সদস্য হাসমত আলী জানান, তাদের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বিভিন্ন সংস্থায় ও কোর্টে অভিযোগ ও মামলা চলমান আছে। একাধিক সালিশ মিমাংসাও হয়েছে তবে এখনও কোন সমাধানে আসা সম্ভব হয়নি।

হরিণাকুন্ডুতে সাংবাদিক প্রতিপক্ষের হামলার শিকার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে দেশের কন্ঠ পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি রাব্বুল হোসেন-কে পিটিয়ে আহত করেছে অন্ত্রধারী প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসীরা।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার একতারার মোড়ে অবস্থিত প্রেসক্লাবের অফিস কক্ষের সমনে অতর্কিতভাবে এই হামলার ঘটনা ঘটায় সন্ত্রাসীরা। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা।

আহত রাব্বুল হোসেন বর্তমানে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ঘটনায় আহত সাংবাদিক হরিণাকুন্ডু থানায় পাঁচজনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেছে।

হামলার খবর পেয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত মোঃ আক্তারুজ্জামান তড়ীৎ গতিতে ঘটনাস্থলে পৌছে কালো মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেলে পালিয়ে যাওয়া হামলাকারীদের পিছনে ধাওয়া করেন।

আহত সাংবাদিক রাব্বুল হোসেন জানান, একটি নতুন প্রেসক্লাব গঠনকে করে কয়েকজন সন্ত্রাসী আমাকে হুমকি দিয়ে আসছিল, মঙ্গলবার উপজেলার আইজদ্দির মোড়ে আমার নতুন অফিসে কাজ করছিলাম এসময় ২নং জোড়াদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বাবু মিয়ার কালো গাড়িতে কতিপয় সন্ত্রাসী লোহার রড, ডাঁসা, বাঁশের লাঠি দিয়ে আমাকে হঠাৎ করেই মারধর করতে থাকে, এসময় ওসি সাহেব খবর পেয়ে সন্ত্রাসীদের পিছনে ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যায় আর আমাকে উদ্ধার করে হরিনাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

আমি ৫জনকে চিনেছি বাকিরা অপরিচিত। তিনি আরও বলেন আমি ৫ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় এজাহার দায়ের করেছি। এই সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবী জানান তিনি।

এব্যাপারে হরিনাকুন্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম জানান, সাংবাদিক রাব্বুলের উপরে প্রতিপক্ষের হামলা হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।